দামুড়হুদায় জোরপূর্বক কৃষকের পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পাকা ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকালে উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের আইড়মারি বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে মাসুম বিল্লাহ ওরফে মন্টুর সঙ্গে একই গ্রামের মৃত বরকত আলী মণ্ডলের ছেলে নুরুল হকের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছে। এর জের ধরে প্রায় সাত মাস আগে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মন্টুর চাচাতো ভাই জয়নুর (৫০) নিহত হন এবং খাজা আহমেদ (৫৫) ও জাহির (৪৫) গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী মাসুম বিল্লাহ মন্টু দাবি করেন, তিনি ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জমিতে গত দুই বছর ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। শনিবার সকালে তিনি খবর পান, নুরুল হক ও তার সহযোগীরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার প্রায় দুই বিঘা জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। পূর্বের ঘটনার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি।

তিনি আরও জানান, তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করা হলেও পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা ধান কেটে নিয়ে চলে যায়। এর আগেও তার জমি থেকে ভুট্টা ও গম কেটে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে নুরুল হকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

দামুড়হুদায় মৌমাছির কামড়ে সিকিউরিটি গার্ডের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মৌমাছির কামড়ে আনিছুর রহমান (৪৫) নামে এক সিকিউরিটি গার্ডের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি খালিশপুর কনটেক মিলের সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নিহত আনিছুর রহমান দামুড়হুদা সদরের পুরাতন বাজার পাড়ার বাসিন্দা আবু- গানীর ছেলে। সে দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

জানাগেছে, গতকাল শনিবার দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে জয়রামপুর দোয়ার ধারে পৌঁছালে হঠাৎ এক ঝাঁক মৌমাছির আক্রমণের শিকার হন তিনি। এতে গুরুতরভাবে আহত হলে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান, ওই এলাকায় প্রায়ই মৌমাছির ঝাঁক দেখা যায় এবং আগে থেকেও কয়েকজন আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তারা আরও বলেন, “হঠাৎ করেই মৌমাছির ঝাঁক এসে আনিছুর ভাইয়ের ওপর হামলা করে। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারে চলছে আহাজারি। এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

দামুড়হুদায় টিসিবির চালে পোকা থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সরবরাহ করা চালের মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপকারভোগীরা।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) উপজেলার সীমান্তবর্তী কুড়ালগাছি ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণের সময় বেশ কয়েকজন কার্ডধারী

অভিযোগ করেন, তাদের দেওয়া চাল নিম্নমানের এবং চালের ভেতরে ছোট ছোট পোকা পাওয়া যাচ্ছে। এতে চালটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন তারা।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা জানান, স্বল্পমূল্যে চাল পাওয়ার আশায় তারা টিসিবির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেওয়া চাল ধোয়ার সময়ই পোকা ভেসে ওঠে, যা খাওয়ার উপযোগী নয়। তারা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

এ বিষয়ে কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন বলেন, “টিসিবির পণ্য বিতরণের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই, বিষয়টি ডিলার দেখভাল করেন।”

নিম্নমানের চালের বিষয়ে ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবাইদুর রহমান সাহেল জানান, “সরকারি খাদ্য গুদামের চাল পোকাযুক্ত হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

৬ হাজারের বেশি নামজারি মামলা নিষ্পত্তি, জেলায় প্রথম দামুড়হুদা ভূমি অফিস

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় সেবা ও দক্ষতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহিন আলম। দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র চার মাসের মধ্যে তিনি ৬ হাজারেরও বেশি নামজারি মামলা নিষ্পত্তি করে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে দামুড়হুদা ভূমি অফিস।

২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর তিনি দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বও সফলভাবে পালন করেছেন। ব্যস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলিয়েও তিনি গড়ে ১৫ দিনের মধ্যে নামজারি নিষ্পত্তি নিশ্চিত করেছেন, যা জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন, অবৈধ মাটি কাটা রোধ, সার ও তেল মজুদবিরোধী অভিযান, মাদকবিরোধী কার্যক্রম, ভেজাল ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে শতাধিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছেন তিনি।

ভূমি সেবা সহজীকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১২ এপ্রিল কার্পাসডাঙ্গা বাজারে বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে শতাধিক চান্দিনা লিজ নবায়ন করা হয়। পাশাপাশি সরকারি সম্পদ রক্ষা, নিলাম-ইজারা কার্যক্রম এবং ভূমি অফিস সংস্কারকাজও চলমান রয়েছে।

উপজেলা ভূমি অফিস ছাড়াও হাউলি ও কুড়ালগাছি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নতুন ভবন নির্মাণ ও সংস্কারকাজ এগিয়ে চলছে।

প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমিক ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা বিষয়ক

মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যা প্রশংসিত হয়েছে।

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মশক নিধন, সড়ক উন্নয়ন, সড়কবাতি স্থাপন, শীতবস্ত্র বিতরণ এবং খেলাধুলার প্রসারে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

উপজেলা সার্ভেয়ার পদে শূন্যতা ও সার্ভার জটিলতাসহ নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেবার মান উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কর্মরত থাকাকালীন দেড় বছরে ১০ বছরের পেন্ডিং নামজারি মামলা নিষ্পত্তি করে খুলনা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন তিনি।

এ বিষয়ে মো. শাহিন আলম বলেন, “জনগণের ভোগান্তি দূরীকরণ ও সেবার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই আমার প্রথম লক্ষ্য। অতীতের মতো সর্বোচ্চ আত্মনিবেদন নিয়ে কাজ করে যেতে চাই।”

তার এই নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও জনবান্ধব উদ্যোগ ইতোমধ্যে এলাকাবাসীর মাঝে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা নাগরিক কমিটির স্মারকলিপি প্রদান

উন্নয়ন বঞ্চনার ১৩টি অভিযোগ তুলে চুয়াডাঙ্গা জেলা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার দুপুর ৩টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কমিটির নেতৃবৃন্দ এ স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, মো. তৌহিদ হোসেন, অধ্যক্ষ শাহাজাহান আলী বিশ্বাস, আহাদ আলী মোল্লা, মো.

সাহাবুদ্দীন, মো. লাবলুর রহমান, মোহা. শাফায়েতুল ইসলাম, আছির উদ্দীন, অ্যাডভোকেট কাইজার জোয়ার্দ্দার, শেখ সেলিমসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত চুয়াডাঙ্গা এখনো কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। জেলার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং নাগরিকরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যা সমাধানে ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।

দাবিগুলো হলো

১। চুয়াডাঙ্গা শহরের ওভারপাস নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে নাগরিকদের দুর্ভোগ দূর করতে হবে (যা ২০২৪ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা ছিল)।

২। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ২৫০ শয্যা চালু করে দালালনির্ভর স্বাস্থ্যসেবা বন্ধ করতে হবে এবং চিকিৎসক, সেবিকা ও কর্মচারীদের দায়িত্বশীল সেবা নিশ্চিত করতে হবে। ডায়াগনস্টিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। বিদ্যুৎ বিভাগের গ্রাহক হয়রানি, দুর্নীতি, মিটার ভাড়ার নামে অবৈধ আদায় এবং লাইনম্যানদের ঘুষ বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

৪। মাথাভাঙ্গা নদীর দখল ও দূষণ রোধ, অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত, সীমানা নির্ধারণ এবং মাথাভাঙ্গা-ভৈরব আপার ব্যারেজ নির্মাণ করতে হবে। পৌরসভা ও কেরু অ্যান্ড কোম্পানির বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধে আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে।

৫। শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে পথচারীদের চলাচল নিশ্চিত করতে হবে।

৬। দর্শনা স্থলবন্দর ও রেলবন্দর দ্রুত চালুর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭। পানচাষিদের জন্য পান গবেষণা ইনস্টিটিউট, মাটি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করতে হবে।

৮। জনগণের চলাচলের জন্য সিএস, এসএ ও আরএস ম্যাপে থাকা রাস্তা পানি উন্নয়ন বোর্ডের দখলমুক্ত করতে হবে।

৯। জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর ঐতিহাসিক লাল ভবনকে ‘স্বাধীনতা ভবন’ ঘোষণা করে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করতে হবে।

১০। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অবৈধ দখল, জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

১১। আবুল হোসেন স্মৃতি সাধারণ গণগ্রন্থাগার ও শ্রীমন্ত টাউন হল পৌরসভার অবৈধ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে নির্বাচিত কমিটির কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

১২। চুয়াডাঙ্গার দীর্ঘদিনের দাবি বাইপাস সড়ক নির্মাণে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৩। জীবননগরের দত্তনগর কৃষি ফার্মে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, এসব দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত ও মানবিক চুয়াডাঙ্গা গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

জেলা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক শেখ সেলিম জানান, উত্থাপিত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ২৬ এপ্রিল রোববার সকাল ৯টায় শহীদ হাসান চত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি দলমত নির্বিশেষে জেলার সর্বস্তরের নাগরিকদের ওই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

দর্শনায় বাড়ছে হাতপাখার কদর, বিদ্যুৎ সংকট ও লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ জনজীবন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পল্লি বিদ্যুতের সংকট ও ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসা হাতপাখার কদর আবারও বেড়ে গেছে। তীব্র তাপপ্রবাহ ও ভ্যাপসা

গরমে মানুষের কাছে হাতপাখাই এখন প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে।

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা এলাকায় ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা পড়াশোনায় চরম সমস্যার মুখে পড়ছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই হাতপাখার চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বৈদ্যুতিক পাখার ওপর নির্ভরশীলতা কমে গিয়ে মানুষ এখন তালপাতা, বাঁশ ও সুতোর তৈরি ঐতিহ্যবাহী হাতপাখার দিকে ঝুঁকছে।

দর্শনা রেলবাজারের মুদি ব্যবসায়ী সেলিম জানান, “চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাতপাখার দামও বেড়েছে। আগে ৩০-৩৫ টাকায় পাখা পাওয়া গেলেও এখন ৭০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, দর্শনায় দিনে-রাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ ও গ্রামীণ পরিবারের সদস্যদের জন্য হাতপাখাই হয়ে উঠেছে সহজলভ্য স্বস্তির মাধ্যম।

দর্শনা বাজারের এক বিক্রেতা বলেন, “আগে গরমের সময় কিছু পাখা বিক্রি হতো। কিন্তু এবার বিদ্যুতের সমস্যার কারণে চাহিদা অনেক বেড়েছে। প্রতিদিনই নতুন করে পাখা আনতে হচ্ছে।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এসএসসি পরীক্ষার্থী জানায়, “রাতে পড়তে বসলে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। তখন হাতপাখা ছাড়া উপায় থাকে না। গরমে পড়াশোনা করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষার সময় এত লোডশেডিং হলে ভালো ফল করা কঠিন।”

এ বিষয়ে দর্শনা পল্লি বিদ্যুতের সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল মাজেদ বলেন, “আমাদের দর্শনা অফিসে ৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন, কিন্তু আমরা পাচ্ছি মাত্র ৩ মেগাওয়াট। তাই বাধ্য হয়ে ঘন ঘন লোডশেডিং করতে হচ্ছে। আমরা যা পাচ্ছি, সেটিই সরবরাহ করছি।”

দামুড়হুদায় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ২ হাজার ৮০০ পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ৮টি কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ২ হাজার ৮০০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ সময় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবায়দুর রহমান সাহেল।

জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হলো দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুলে ৪৪৪ জন, দামুড়হুদা পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩৪৩ জন, মেমনগর বিডি হাইস্কুলে ৩১১ জন, দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ে ৩৪৪ জন, কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৭১ জন, কার্পাসডাঙ্গা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩২৮ জন, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ভোকেশনাল) কেন্দ্রে ২৯৩ জন এবং দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসায় ২০৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এছাড়া কার্পাসডাঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ১৬৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল জানান, “শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।”

আলমডাঙ্গায় ভুট্টা ক্ষেতে শিষ

নেই, ভেজাল বীজের অভিযোগে বিপাকে কৃষক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের টেপারগাড়া মাঠজুড়ে ভুট্টা ক্ষেতে দেখা দিয়েছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। সময়মতো পরিচর্যা করেও অধিকাংশ গাছে শিষ আসেনি। এতে শতাধিক কৃষক ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, ভেজাল বীজের কারণেই এ বিপর্যয়।

জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক তানজেল রহমান জানান, স্থানীয় বাজারের এক বিক্রেতার কাছ থেকে ভুট্টার বীজ কিনে দেড় বিঘা জমিতে সাড়ে তিন মাস আগে বপন করেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী পরিচর্যা করলেও গাছ স্বাভাবিকভাবে বড় হয়নি। এখনো অধিকাংশ গাছে শিষ বের হয়নি, আর যেগুলো হয়েছে সেগুলোও নিম্নমানের।

মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, টেপারগাড়া মাঠের বিস্তীর্ণ এলাকায় একই চিত্র। শতাধিক কৃষকের প্রায় আড়াই শতাধিক বিঘা জমির ভুট্টা ক্ষেতে গাছ খর্বাকৃতির, অনেক গাছে শিষই নেই। ফলে উৎপাদন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় রয়েছেন কৃষকেরা।

ভুক্তভোগী কৃষকদের ভাষ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের কালিদাসপুর সাদা ব্রিজ এলাকার ‘কৃষি পল্লী সিড স্টোর’ নামের একটি দোকান থেকে তাঁরা ‘নসিব এগ্রো-৪০৫৫’ নামের উচ্চ ফলনশীল ভুট্টার বীজ সংগ্রহ করেন। দীর্ঘ তিন মাস পরিচর্যার পরও গাছে শিষ না আসায় তাঁরা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জমি চাষ, সার, সেচ ও শ্রম খরচসহ প্রতি বিঘায় ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা ব্যয় করেও আশানুরূপ ফলন পাচ্ছেন না।

একই গ্রামের কৃষক মো. ওমর উদ্দিন বলেন, “তিন বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলাম। গাছ ভালো হলেও শিষ আসেনি। প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ করেছি। ফলন তো দূরের কথা, পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করার মতো কিছু পাইনি।”

কৃষক মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, “বীজের দোকানদার বলেছিলেন, এটি উন্নত জাতের বীজ, ফলন ভালো হবে। কৃষি অফিস থেকেও প্রদর্শনী প্লট হিসেবে বীজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা প্রতারিত হয়েছি। এই বীজে কোনো ফলন আসেনি।”

একই গ্রামের সালেহা খাতুন বলেন, “স্বামী মারা যাওয়ার পর নিজেই চাষাবাদ করে সন্তানদের লালন–পালন করছি। কিন্তু এবার ভেজাল বীজে ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। গাছ বড় হয়নি, শিষও ছোট। যেখানে বিঘাপ্রতি ৪০ মণ ফলন হওয়ার কথা, সেখানে দুই মণও হবে না।”

ভুক্তভোগী কৃষকদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পারভেজ মঙ্গলবার দুপুরে টেপারগাড়া মাঠের ভুট্টা ক্ষেত পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ৫৭ লাখ টাকার প্রকল্পে নজিরবিহীন অব্যবস্থাপনা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমার নদীর ওপর নির্মিত প্রায় ৫৭ লাখ টাকার একটি সেতু নির্মাণের ১০ বছর পার হলেও জনসাধারণের কোনো কাজে আসেনি। সংযোগ সড়ক না থাকায় সেতুটি এখন গরুর গোবর শুকানোর জায়গায় পরিণত হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নে চরম অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার উদাহরণ হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর ও বকশিপুর গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের এ সেতুটি নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় প্রায় ৫৬ লাখ ৮৯ হাজার টাকা।

কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো সেতুর দুই প্রান্তে এখনো কোনো সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়নি। ফলে বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত এ অবকাঠামোটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে।

আসাননগর গ্রামের বাসিন্দা শিলু মিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “এটি শুধু একটি সেতু নয়, তিনটি গ্রামের সংযোগস্থল। এই রাস্তা হলে ১০ গ্রামের মানুষ উপকৃত হতো, এমনকি কুষ্টিয়ার মানুষও সহজে

চলাচল করতে পারত। অথচ এখন এটি মানুষের নয়, গরুর কাজে লাগছে।”

বকশিপুর গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল বলেন, “সংযোগ সড়কটি নির্মাণ হলে আলমডাঙ্গায় যেতে ২০ মিনিটের পথ ৫ মিনিটে নেমে আসবে।”

এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, পরিকল্পনার অভাব ও প্রশাসনিক উদাসীনতায় একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্প আজ জনদুর্ভোগের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ ১০ বছরেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় মানুষের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা বলেন, “বিষয়টি আগেও বহুবার জানানো হয়েছে। বরাদ্দ না থাকলে তো রাস্তা করা সম্ভব নয়।”

অন্যদিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার বলেন, “সেতুটি সম্পর্কে আগে জানা ছিল না। সম্প্রতি বিষয়টি জেনেছি। দ্রুত সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।”

তবে প্রশ্ন থেকেই যায় দীর্ঘ ১০ বছর ধরে একটি সরকারি সেতু অব্যবহৃত পড়ে থাকার দায় কে নেবে? আর কতদিন অপেক্ষা করলে এই ‘মৃত সেতু’ ব্যবহার উপযোগী হবে?

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে জনগণের টাকায় নির্মিত এই সেতুকে চলাচলের উপযোগী করা হোক। অন্যথায় দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা হোক।

জীবননগরে অবৈধভাবে পুরাতন ব্যাটারি মজুদ, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার খয়েরহুদা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে পুরাতন ব্যাটারি মজুদ ও তা পুড়িয়ে পরিবেশ দূষণের

অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করেছে।

মঙ্গলবার বিকাল আনুমানিক ৫টা ১৫ মিনিটে জীবননগর থানাধীন খয়েরহুদা গ্রামের পাশের একটি ফাঁকা মাঠে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে দেখা যায়, নির্দিষ্ট এলাকা ঘিরে বিপুল পরিমাণ পুরাতন ব্যাটারি মজুদ করে তা পোড়ানো হচ্ছিল। এতে ব্যাটারির বিষাক্ত উপাদান ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছিল।

এ ঘটনায় গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বেচাদহ গ্রামের মিন্না বেপারীর ছেলে আব্দুর রহমান (৫০)কে আটক করা হয়। পরে তাকে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৬(গ) ধারা অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাগর দে।

এসময় আদালত অবৈধভাবে গড়ে তোলা ব্যাটারি মজুদের কার্যক্রম দ্রুত স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে ওই স্থানে এ ধরনের পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়।

স্থানীয়রা ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে এলাকায় স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পরিবেশ দূষণ বাড়ছিল। তারা এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনার দাবি জানান।